# কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়: তাওহীদের ঈমান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

## ২. ৪. ২. ৩. তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ

তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ সকল প্রকার ইবাদাত, যেমন প্রার্থনা, সাজদা, জবাই, উৎসর্গ, মানত, তাওয়াক্কুল-নির্ভরতা ইত্যাদি- একমাত্র  আল্লাহর প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা।

কেউ যদি আল্লাহর ইবাদাত করেন এবং সাথে সাথে অন্য কারো ইবাদাত করেন তাহলে তিনি আল্লাহর ইবাদাতকারী বলে গণ্য হবেন না, কারণ তিনি ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বা অংশীদার  করেছেন এবং শিরকে লিপ্ত  হয়েছেন। আল্লাহর ইবাদাতের অর্থ বিশুদ্ধভাবে, একনিষ্ঠভাবে, নিষ্কলুষভাবে বা শিরকের কলুষতা থেকে মুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা এবং কোনো প্রকার ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া  অন্য কারো জন্য না করা। কুরআন  কারীমে  অসংখ্য স্থানে আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন বিশুদ্ধভাবে ইবাদাত করতে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করতে। এ হলো (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-র অর্থ ও নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন:

هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ (উপাস্য বা মাবুদ) নেই, সুতরাং সার্বিক আনুগত্য ও একনিষ্ঠার সাথে বিশুদ্ধভাবে তাঁকেই ডাক।”[1]

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“তাদেরকে তো কেবলমাত্র এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে, আর এটাই সঠিক ধর্ম।”[2]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।”[3]

অন্যত্র আল্লাহ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার এবং শিরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে  কোনো কিছুকে শরীক বানিও না।”[4]

মহান আল্লাহ বলেন,

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا

انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘‘দীন সম্পর্কে কোনো জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগূতকে অস্বীকার (অবিশ্বাস) করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়।’’[5]

অন্যত্র  বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

‘‘আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি।’’[6]

এখানে তাগুতকে বর্জন করা বলতে তাগুতের ইবাদত বর্জন করা বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

‘‘যারা তাগূতের ইবাদত বর্জন করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।’’[7]

তাগূত শব্দটি আরবী ‘তুগইয়ান’ শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। অবাধ্যতা, জুলুম বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনকারীকে ‘তাগী’ (الطاغي) বা সীমালঙ্ঘনকারী বলা হয়। অত্যধিক সীমলঙ্ঘনকারীকে ‘তাগিয়াহ’ (الطاغية) বলা হয়। কঠিনতম সীমালঙ্ঘণকারী বা মহা-অবাধ্যকে ‘তাগূত’ (الطاغوت) বলা হয়। এভাবে আমরা দেখছি যে, আভিধানিকভাবে ‘তাগূত’ অর্থ মহা-সীমালঙ্ঘনকারী।[8]

আভিধানিকভাবে সকল সীমা-লঙ্ঘনকারীকে তাগূত বলা যায়। তবে কুরআনের পরিভাষায় ‘তাগূত’ অর্থ শয়তান। এছাড়া আল্লাহকে ছাড়া যা কিছুর ইবাদত, পূজা বা উপাসনা করা হয় তাকে ‘তাগূত’ বলা হয়।[9]

এভাবে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য স্থানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, একমাত্র তাঁরই উপাসনা ইবাদাত করতে এবং অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদত-উপাসনা সর্বতোভাবে বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  আর এ হলো তাওহীদুল  উলুহীয়্যাহ্ অর্থাৎ ইবাদাতের একত্ব বা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ।

## ফুটনোট

[1] সূরা (৪০) মুমিন (গাফির): ৬৫ আয়াত
[2] সূরা (৯৮) বাইয়েনা: ৫ আয়াত।
[3] সূরা (২) বাকারা: ২১ আয়াত।
[4] সুরা (৪) নিসা: ৩৬ আয়াত।
[5] সূরা (২) বাকারা, ২৫৬ আয়াত।
[6] সূরা (১৬) নাহল, ৩৬ আয়াত।

[7] সূরা যুমার, ১৭ আয়াত।

[8] যাইনুদ্দীন রাযী, মুখতারুস সিহাহ, পৃ. ১৬৫।

[9] সূরা (২) বাকারা: ২৫৭ আয়াত; সূরা (৪) নিসা: ৭৬ আয়াত; বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৭৩; তাবারী, তাফসীর ৩/১৮-১৯।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13613

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন